21

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL. 14 1999 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

৪টি দলের পৃথক অবস্থান গ্রহণ

বুয়েটে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য ভেঙ্গে গেছে

বুয়েট রিপোর্টার ঃ অবশেষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এ সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভেঙ্গে গেল। বিরতিসহ দীর্ঘ ৭২ ঘণ্টা আলোচনা শেষেও ছাত্রঐক্যের ঐক্য ধরে রাখা সম্ভব হল না। গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে তিন ঘণ্টা আলোচনা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। অভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যের শরীক চারটি দল নিজ নিজ দলীয় অবস্থান থেকে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ক্যাম্পাসে সংঘটিত ভাঙচুর ঘটনা তদন্তে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন, বুয়েট প্রশাসন কর্তৃক গঠিত প্রহসনমূলক

১১-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

বুয়েটে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তদন্ত কমিটি বাতিল এবং একপেশে ও ভুল তদন্তে নিরপরাধ ছাত্রদের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবীতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু কর্মসূচী নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে শত চেষ্টা করেও ছাত্রঐক্যের একমঞ্চে আন্দোলন সম্ভব হল না। প্রথম থেকে অভিন্ন ইস্যুতে ঐক্যমত পোষণ করলেও গত সোমবার রাতে ছাত্র লীগ তাদের অবস্থান থেকে সরে আসলে ঐক্যে ফাটল ধরে। তারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে আড়াই মাস থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করলেও গত সোমবার তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ছাত্র-শিক্ষক মিলিত তদন্ত কমিটির দাবী করে বসে। পরে অপর তিনটি দল জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের চাপে তারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দাবীতে একমত হলেও আন্দোলনের কর্মসূচী নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে। ভাঙচুর ঘটনায় সর্বোচ্চ সাজাপ্রাপ্ত ৪ জন ছাত্র ছাত্র লীগের একনিষ্ঠ কর্মী ও নেতা। ছাত্র লীগ আপাতত দু'সপ্তাহ পরীক্ষা পিছিয়ে সাজাপ্রাপ্ত ৪ ছাত্রের জন্য কোর্ট থেকে স্থগিতাদেশ এনে পরে 'অবস্থা বুঝে' বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তাব করে। কিন্তু অপর ৩টি সংগঠন দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর আন্দোলনের পক্ষপাতী হওয়ায় ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ছাত্র লীগের ভিন্ন অবস্থানসহ ইউকসুর সমর্থন না থাকায় ছাত্র ফ্রন্টও তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে আসে। ছাত্রদল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন ও প্রহসনের তদন্ত বাতিলের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। অবশেষে ছাত্র ঐক্য ভেঙ্গে গিয়ে শরীক দলগুলো অভিন্ন ইস্যুতে আলাদা কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। ছাত্রদল সভাপতি গোলাম মোস্তফা বলেন, সেদিনের ঘটনায় ছাত্র, শিক্ষক ও পুলিশ— তিন গ্রুপেরই বিচার হতে হবে। এর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের বিকল্প নেই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও সম্মান রক্ষা করে দাবী আদায়ে আন্দোলনের জন্য ছাত্রদল সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। ছাত্র লীগ সভাপতি তাপস [illegible] বলেন: বুয়েটের ৮০ ভাগ ছাত্র এখন [illegible]। তাই আমরা বর্তমানে সীমিত [illegible]ন এবং পরীক্ষার পর বৃহত্তর আন্দোলনের পক্ষপাতী। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম রক্ষার্থে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ইউকসু চলমান অবস্থায় চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

এদিকে বুয়েটে ভিসি ডঃ নূরুদ্দীন আহমেদ সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে বলেন, আমরা যথাসময়ে পরীক্ষা গ্রহণে প্রস্তুত। তিনি বলেন, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছুই করণীয় নেই।

অন্যদিকে ছাত্রঐক্য ভেঙ্গে যাওয়ায় সাজাপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। ছাত্রঐক্যের দুর্বার আন্দোলন ও পরীক্ষা বর্জনের ঘোষণায় ছাত্রছাত্রীরা আগামী ২০ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষা হবে না ভেবে লেখাপড়া পরিত্যাগ করেছিল। এখন তারা চরম বিপদে পতিত হয়েছে। কেমিকৌশল বিভাগের এক ছাত্র হাফিজ তার ক্ষোভের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে নেতৃবৃন্দ আমাদের নিয়ে এতদিন যে খেলায় মেতেছিল তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের নেই।